ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী

উপস্থাপনায় মাসিক ফয়যানে মদীনা মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

বাংলা অনুবাদ : অনুবাদ বিভাগ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী

দা'ওয়াতে ইসলামীর উন্নতি করার উপায়

(The paths to the Progress of Dawat-e-Islami)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে-

ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং

যে কোন সংগঠনের উন্নতির অন্যতম উপায় হলো এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও একতা (অর্থাৎ Unity) থাকা। যদি সংহতি না থাকে তবে জনশক্তি বৃদ্ধির পরও সেই সংগঠন উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। একতার পরিবেশ বজায় রাখার শিক্ষা আমরা কুরআনে করীমেও পাই, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে: (وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলো আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করো না। করলে পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ূ বিলুপ্ত হতে থাকবে। (পারা ১০, সূরা

www.dawateislami.net

আনফাল, ৪৬) তাছাড়া মুসলমানদেরকে একতার শিক্ষা দিতে গিয়ে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সকল মুসলমান একটি ইমারতেরর মতো, যার একটি অংশ অপরটিকে শক্তি জোগায় আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নিলেন। (বুখারী, ২/১২৭, হাদীস ২৪৪৬) এক জায়গায় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন- মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব, দয়া ও মমতার উদাহরণ শরীরের মতো, যখন শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে যায় তখন জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় সমস্ত শরীর তার সাথে শরিক হয়। (মুসলিম, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৮৬)

মনে রাখবেন! ঐক্য ও একতা (Unity) এর উদাহরণ সুতার মতো, কেননা সুতা একা হলে তবে সামান্য আঘাতে তা ছিড়ে যায় কিন্তু যখন অনেক সুতা মিলিয়ে রশি বানানো হয় তবে তবে তা এতো শক্তিশালী হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে বড় বড় জিনিস বাঁধা বা টানা যায়। এই ব্যাপারটিই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীরও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযী বানানোর, সুন্নাতের অনুসরণ করানোর অরাজনৈতিক আন্তর্জাতিক দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীতে ঐক্য ও একতার পরিবেশ বিরাজমান। আর যতক্ষণ এই পরিবেশ বিরাজমান থাকবে দা'ওয়াতে ইসলামী দ্বীনি কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাবে, উন্নতি করতে থাকবে। আর যদি আল্লাহ না করুন, এতে ঐক্যমত ও একতা বিনষ্ট হয়ে যায় তবে আপনাদের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী অবনতির শিকার হতে পারে। (আল্লাহ পাক এই আপদ থেকে হেফাযত রাখুন।)

যেকোন সংগঠনে ঐক্য ও একতা (Unity) না থাকার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন- এতে এমন মানুষ ঢুকে যাওয়া, যার মাঝে

www.dawateislami.net

সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা কম, আবেগ প্রবণ অথবা সবার সাথে একই সম্পর্ক রাখে না। তবে এমতাবস্থায় সেই সংগঠনে ধীরে ধীরে গ্রুপ সৃষ্টি হতে থাকে এবং বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। যা সেই সংগঠনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। অতএব আমাদেরকে ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে বিরোধ, বৈষম্য বা অনৈক্য বৃদ্ধি পায়। আর ঐ সকল জায়িয কাজ করতে হবে, যাতে একতা ও ঐক্যের পরিবেশ বজায় থাকে। এর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদার ইসলামী ভাই নিজের অধীনস্থ ইসলামী ভাইদেরকে ভালবাসা দিতে থাকুন এবং তাদের সাথে মুচকী হেসে সাক্ষাত করুন। বড়দের আদব করুন এবং ছোটদের স্নেহ করুন আর পরস্পর পরামর্শের সহিত দ্বীনী কাজ করতে থাকুন। কাউকে ধমকাবেন না, কারো সাথে ঝগড়া করবেন না, সবার সাথে নম্র, মমতা, ভালবাসার সহিত আচরণ করুন। পাশাপাশি ইসলামী বোনেরাও নিজেদের মধ্যে এরূপ আচরণ রাখুন।

ফরদ কায়েম রবতে মিল্লাত, সে হে তনহা কুছ নেহী
মউজ কে দরীয়া মে, বেরুন দরীয়া কুছ নেহী

পাশাপাশি আপনাদের সকলকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, সর্বদা ঐ কাজই করুন, যাতে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়। তাঁদের অসন্তুষ্টি মুলক কাজ কখনোই করবেন না, যদিও বাহ্যিকভাবে এই কাজে যতই উপকারিতা দেখা যাক না কেন। যাইহোক যতক্ষণ আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করতে থাকবেন, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن

www.dawateislami.net

এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ভালবাসা নিজের অন্তরে রাখবেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলতে থাকবেন ততক্ষণ সফলতার দিকে চলমান থাকবেন اِنْ شَآءَ الله। আর যদি আপনারা এর থেকে সরে যান তবে সফলতা সম্ভব নয়। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিজের মানদণ্ড বানান। আমি তাঁর জীবনী পড়েছি, তাঁর ফতোয়া দেখেছি, তিনি শুধু ঐ কথাই বলেন যা কুরআন ও হাদীস মোতাবেক। আমি তাই তাঁর আঁচল ধরেছি। কারণ, তিনি আমাদের কুরআন ও হাদীসের পথে পরিচালিত করছেন। আমরাও যদি তাঁর আদর্শের উপর আমল করতে থাকি তবে বিফল হওয়ার কোন কারণ নেই।

নিঃসন্দেহে আমাদের গন্তব্য আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাতে গমন করা। তাই সাধনা অব্যহত রাখুন। কখনোই আপনার দা'ওয়াতে ইসলামীকে ছাড়বেন না! বরং যদি কেউ ধাক্কা দিয়েও বের করতে চায় তবুও ইশকে রাসূলের সুধা বিতরণকারী, নামাযী বানানোর দা'ওয়াতে ইসলামী ছেড়ে যাবেন না। এর সাথে লেগে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله এই সুন্নাতের উপর পরিচালনাকারী দা'ওয়াতে ইসলামী আপনাকে অবশ্যই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে পৌঁছে দিবে আর তাঁরই কদমে রাখবে। সকল দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাগণ মারকাযী মজলিশে শূরার বিশ্বস্ত থাকুন। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে শূরার সদস্যসহ দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের আনুগত্য করতে থাকুন। যতক্ষণ শরীয়ত নির্দেশ দেবে না ততক্ষণ তাদের বিরোধিতা করবেন না। তাদের ব্যাপারে অযথা অভিযোগকারী, বিরুদ্ধাচরণকারী ও তদবিরকারীদের থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ পাক তাবলিগ ও সুন্নাতের

www.dawateislami.net

আন্তর্জাতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীতে ঐক্য ও একতা (Unity) বজায় রাখুক এবং বিশৃংখলা ও একে বদ নজর থেকে রক্ষা করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সাহাবা অউর ওয়ালীয়োঁ কী মুহাব্বাত দিল মে ডালী হে
লেহাযা দা'ওয়াতে ইসলামী ভী হারগিয না ছোড়েঙ্গে
হামারা এহেদ হে কেহ দা'ওয়াতে ইসলামী কো হারগিয
কভী ভি হাম না ছোড়েঙ্গে কভী হারগিয না ছোড়েঙ্গে

(বিঃদ্রঃ- এই আলোচ্য অংশটুকু ২০২১ সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ ইন্টারভিউতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে করা প্রশ্নের উত্তরের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে)

www.dawateislami.net

নেক আমলের প্রয়োজনীয়তা

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা আলহাজ আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی

ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই সফরের প্রয়োজনীয় মালামাল সাথে রাখে। যদি সফর সংক্ষিপ্ত হয় এবং কম সময়ের হয় তবে পাথেয় সামান্য হয়। এর বিপরীতে যদি সফর দীর্ঘ হয় এবং অবস্থানের সময় বেশি হয় তবে সেই অনুযায়ী সফরের মালামাল নেয়া হয়। দুনিয়ায় আগত প্রত্যেক লোক মুসাফিরের মতো। যারা রূহের জগৎ থেকে দুনিয়ার জগতে এসেছে আর এখন আলমে বরযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যে, দুনিয়ার এই সফরে নিজের পাথেয় কম নাকি বেশি অনেক খেয়াল রাখা এবং অনেক দিন পূর্ব থেকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহনকারী মূর্খ মানুষ- যে কোন সময় এই ভবলীলা সাঙ্গ করে অন্য জগতে পৌঁছে দিতে পারে সেই আখিরাতের সফরের প্রস্তুতিতে অলস ও উদাসীন থাকে। আমার এই কথা সকল জ্ঞানসম্পন্নরাই বুঝতে পারবে। এখানে মির্জা গালিবের একটি পংক্তি খুবই শিক্ষামূলক-

ঠিকানা কবর হে তেরা ইবাদত কুছ তো কর গালিব,
কাহাওয়াত হে কেহ খালি হাত ঘর জায়া নেহী করতে।

অর্থাৎ তোমার স্থায়ী ঠিকানা কবর, তাই দুনিয়াতে কিছু করে নাও, কথায় আছে, ঘরে খালি হাতে ফিরতে নেই।

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামী" পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রায় সকল ব্যক্তি, ছোট, বড়, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলার জন্য অমূল্য রত্নের চেয়ে কম নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আখিরাতের সফরের পাথেয় জমা করার জন্য এখানে প্রত্যেকের জন্য সংশোধনের উপায় বিদ্যমান রয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ১২টি কাজও মহান নেক কাজ সম্বলিত, তবুও পরিভাষায় অনেক ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্বলিত একটি পুস্তিকার নাম হলো "নেক আমল"।

যাতে শিশুদের জন্য ৪০টি, ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি এবং আলিম কোর্সকারী শিক্ষার্থীদের (Students) জন্য ৯২টি, আলিমা কোর্সকারী শিক্ষার্থীনিদের জন্য ৮৩টি, বোবা, বধির এবং অন্ধ লোকদের জন্য ২৭টি "নেক আমল"। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি মনযোগ দিয়ে দেখলে তবে এর ১ নাম্বার থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বীনি, নৈতিক, সামাজিক সংশোধনের পন্থা প্রশ্নোত্তর আকারে বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন গুনাহ যেমন; চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, কুদৃষ্টি, বেপর্দা হওয়া, নামাযের প্রতি অলসতা, যাকাত বা হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে উদাসীনতা- মোটকথা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য "নেক আমল" নামক পুস্তিকার উপর আমল করানো বিগড়ে যাওয়া সমাজ, ফিতনাপূর্ণ অবস্থা, গুনাহ ও অনৈতিকতার তুফানের সামনে যেনো বাঁধ নির্মাণের মতোই। আমার সম্মানিত পিতা, আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেক আমলের এই পুস্তিকায় যেনো অল্প কথায় সব বলে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, একনিষ্ঠতা ও অটলতার সহিত এই নেক আমলকে গ্রহণকারীরা শুধু আখিরাতের পাথেয় জমাকারী

www.dawateislami.net

হবে না বরং সে সমাজের "সম্মানিত ব্যক্তি"ও হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়যানে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উম্মতের সংশোধনের যেই কর্ম হাতে নিয়েছেন, তাতে উন্নতি ও সফলতা লাভ করেছেন। এই মরদে কলন্দরের কৌশল ও প্রজ্ঞা এবং নেকীর দাওয়াতের মহান প্রেরণায় কোটি কোটি মুসলমানের সংশোধন হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটা ইসলামী দুনিয়ায় একটি অনেক বড় বিপ্লবের স্থান অধিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র সমাজের মন্দ দিকের আলোচনা করার পরিবর্তে নিজের মধ্যে বিদ্যমান মন্দ স্বভাব দূর করুন। اِنْ شَآءَ الله বিগড়ে যাওয়ারা সংশোধিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক! আমাদেরকে নেক আমলের উপর আমল করার তৌফিক দান করুক এবং অপরকেও এর উৎসাহ দেয়ার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী কখনোই পিছু হটেনি

দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন, "যখন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামী শুরু হয়েছে, এক সেকেন্ডের জন্যও পিছু হটেনি।"

مَاشَآءَالله দা'ওয়াতে ইসলামীর কতো বড় শান! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নূর মসজিদে (কাগজী বাজার, মিঠাদার, করাচী) ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন আর সেখান থেকেই তিনি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সুচনা করেন। করাচী শহর থেকে দা'ওয়াতে ইসলামী শুরু হলো আর আজ পৃথিবীর প্রায় ১৬৪টি দেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ চলছে।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা: দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এর জন্য করাচীতে প্রচুর প্রচারণা চালানো হলো। যখন থেকে এই ইজতিমা শুরু হলো তখন থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই ইজতিমা পিছু হটেনি বরং বেড়েই চলেছে। আর বাড়তে বাড়তে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মুর্শিদের দেশে ১০ হাজার ৬৯৭টি ইজতিমা আর মুর্শিদের দেশের বাইরে ১১০০টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা: যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হলো তখন দা'ওয়াতে ইসলামীর কোন নিজস্ব ফয়যানে মদীনা ছিলো না। আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন যে, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকারভী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মসজিদ গুলজারে হাবীব দিয়েছেন এবং সেখানে ইজতিমা শুরু হলো। যখন ইজতিমার অংশগ্রহণকারী বেড়ে গেলো এবং মসজিদ ইজতিমার জন্য ছোট হয়ে গেলো তখন মহল্লা সাওদাগরান, পুরোনো সবজিমন্ডিতে জায়গা কিনে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম ফয়যানে মদীনা বানানো হলো। এরপর দা'ওয়াতে ইসলামীর আর পিছু হটেনি আর বানাতে বানাতে আজ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার সংখ্য ৪১৭টি।

মসজিদ নির্মাণ: اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর খুদ্দামুল মাসাজিদ ও মাদারিস এবং নির্মাণ বিভাগের অধীনে মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। কখনো ফয়যানে জামালে মুস্তফা নামে মসজিদ বানানো হয়। কখনো ফয়যানে মুশকিল কোশা নামে মসজিদ বানানো হয়। কখনো ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া নামে মসজিদ বানানো হয়, কখনো ফয়যানে কুরআন নামে মসজিদ বানানো হয়। এই পর্যন্ত ৪ হাজার ৫৪৮টি মসজিদ বানানো হয়েছে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা: প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা শুরু হলো। দা'ওয়াতে ইসলামী যখন থেকে এটা শুরু করলো তখন থেকে আজ পর্যন্ত পিছু হটেনি বরং বাড়ছেই। আর বাড়তে বাড়তে আজ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ৯২ হাজার ৯৪৮টি।

www.dawateislami.net

মাদরাসাতুল মদীনা বয়েজ ও গার্লস: ছেলে ও মেয়েদের মাদরাসাতুল মদীনার কথা বললে - যখন থেকে এর সূচনা হয়েছে, তখন কয়েকটি মাত্র ছিলো কিন্তু এখন বাড়তে বাড়তে এর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৯৮০টি হয়ে গেছে।

জামেয়াতুল মদীনা বয়েজ ও গার্লস: অনুরূপভাবে জামেয়াতুল মদীনা বয়েজ ও গার্লস শুরু হলে তখন এক দু'টিই ছিলো। কিন্তু আজ বাড়তে বাড়তে মুর্শিদের দেশে জামেয়াতুল মদীনা বয়েজ ও গার্লস এর সংখ্যা ১০৩৫ টি আর বর্হিবিশ্বে ৩৩৯ টি।

ফয়যান অনলাইন একাডেমী বয়েজ ও গার্লস: অনুরূপভাবে ফয়যান অনলাইন একাডেমী বয়েজ ও গার্লস শুরু হলো, দা'ওয়াতে ইসলামী পিছু হটেনি। একটি দু'টি শাখা থেকে শুরু হওয়ার পর এই ফয়যান অনলাইন একাডেমীর সংখ্যা ৪৭টি হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৪৩ হাজার ৬১জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। আর বর্তমানে অনলাইনে ২২ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী শিক্ষারত রয়েছে।

মাদানী কাফেলা: অনুরূপভাবে মাদানী কাফেলায় সফর শুরু হলো, তখন দুই চারটিই কাফেলা সফর করতো। কিন্তু এরপর দা'ওয়াতে ইসলামীর আর পিছু হটেনি। আজ বাড়তে বাড়তে মুর্শিদের দেশে মাদানী কাফেলার সংখ্যা ২৩ হাজার ৭৫৩টি আর সফরকারীদের সংখ্যা এক লক্ষ ৬৬ হাজার ২৭১জন আর বর্হিবিশ্বে মাদানী কাফেলার সংখ্যা ৬৫৯টি আর সফরকারীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩৪৫জন। اِنْ شَآءَ الله এই সফর অব্যাহত থাকবে।

www.dawateislami.net

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দা'ওয়াতে ইসলামী): ১৫ শাবান শরীফ ১৪২১ হিজরী অনুযায়ী ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তখন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামী পিছু হটেনি আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে মুর্শিদের দেশের বিভিন্ন শহরে দারুল ইফতার ১৪টি শাখা খোলা হয়েছে।

লেখনীর কাজ: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লেখনীর কাজ শুরু করেন । সর্বপ্রথম পুস্তিকা "ইমাম আহমদ রযার জীবনী" লিপিবদ্ধ করেন এবং এই পর্যন্ত ১৪৬টি কিতাব ও পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ১৩ হাজারেরও বেশি। অপ্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো প্রায় ১৩শ ।

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা: আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Center) শুরু হলো, তখন কয়েকটি কিতাবের উপর কাজ হতো কিন্তু বর্তমানে বাড়তে বাড়তে প্রায় ৮৪৮টি কিতাব ও পুস্তিকা লেখা, গবেষণা, সংকলন এবং অনুবাদের কাজ হয়ে গেছে এবং আরো কাজ অব্যাহত রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনা: যখন মাকতাবাতুল মদীনা শুরু হলো তখন একটিই ছিলো, কিন্তু বাড়তে বাড়তে দেশ ও বিদেশে এর সংখ্যা এখন ১৫০টি হয়ে গেছে।

মাদানী চ্যানেল: দা'ওয়াতে ইসলামী ইসলামী শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য ২০০৮ সালে দুনিয়ার একমাত্র শতভাগ ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" উর্দূ ভাষায় চালু করে। তারপর দা'ওয়াতে ইসলামী পিছু হটেনি। ২০২৩ সালে মাদানী চ্যানেল উর্দূর পাশাপাশি আরবী, ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায়ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। মাদানী চ্যানেল শিশুদের

www.dawateislami.net

জন্য "কিডস মাদানী চ্যানেল" সম্প্রচার করছে। বর্তমানে লাখো কোটি মাদানী চ্যানেলের দর্শক রয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া: ১১ নভেম্বর ২০১৬ সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট শুরু হয়। তারপর দা'ওয়াতে ইসলামীকে আর পিছু হটতে হয়নি। শুধুমাত্র ৯জন স্টাফের এই ডিপার্টমেন্টে এখন ১০টি সাব-ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। ৫০টিরও বেশি ফেইসবুক পেইজ, ৩০টিরও বেশি ইউটিউব চ্যানেল, ১০টি টুইটার একাউন্ট, ১১টি ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট সহ ওয়াটসআপ গ্রুপ, ইমেইল গ্রুফসহ অসংখ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমানে দা'ওয়াতে ইসলামী ইসলামী শিক্ষা প্রসার করে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه "সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট" প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের মাঝে সঠিক ইসলামী জ্ঞান পৌঁছে দিচ্ছে।

এছাড়াও দা'ওয়াতে ইসলামীর আরো অনেক দ্বীনি কাজ রয়েছে। যদি আপনারা সকল দ্বীনি কাজের খবর নেন তবে আপনারা এই উপসংহারে পৌঁছে যাবেন বরং সম্ভবত আপনারা পড়তে পড়তে এই কথাই বলবেন যে, "اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর শুরু হয়েছে, এক সেকেন্ডের জন্যও পিছু হটেনি।" আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীকে বদ-নযর থেকে রক্ষা করুক এবং উত্তোরোত্তর উন্নতি দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ,
অ্যায় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

বিঃদ্রঃ- দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমতের আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে, এর বিশেষ সংখ্যাটি পড়তে থাকুন।

www.dawateislami.net

DAWATE ISLAMI
www.dawateislami.net

কুরআনের সেবায়, দ্বীনের কথাতে,
দাও'য়াতে ইসলামী আছে সাথে সাথে।

2ND SEPTEMBER | YOUM-E-DAWAT-E-ISLAMI

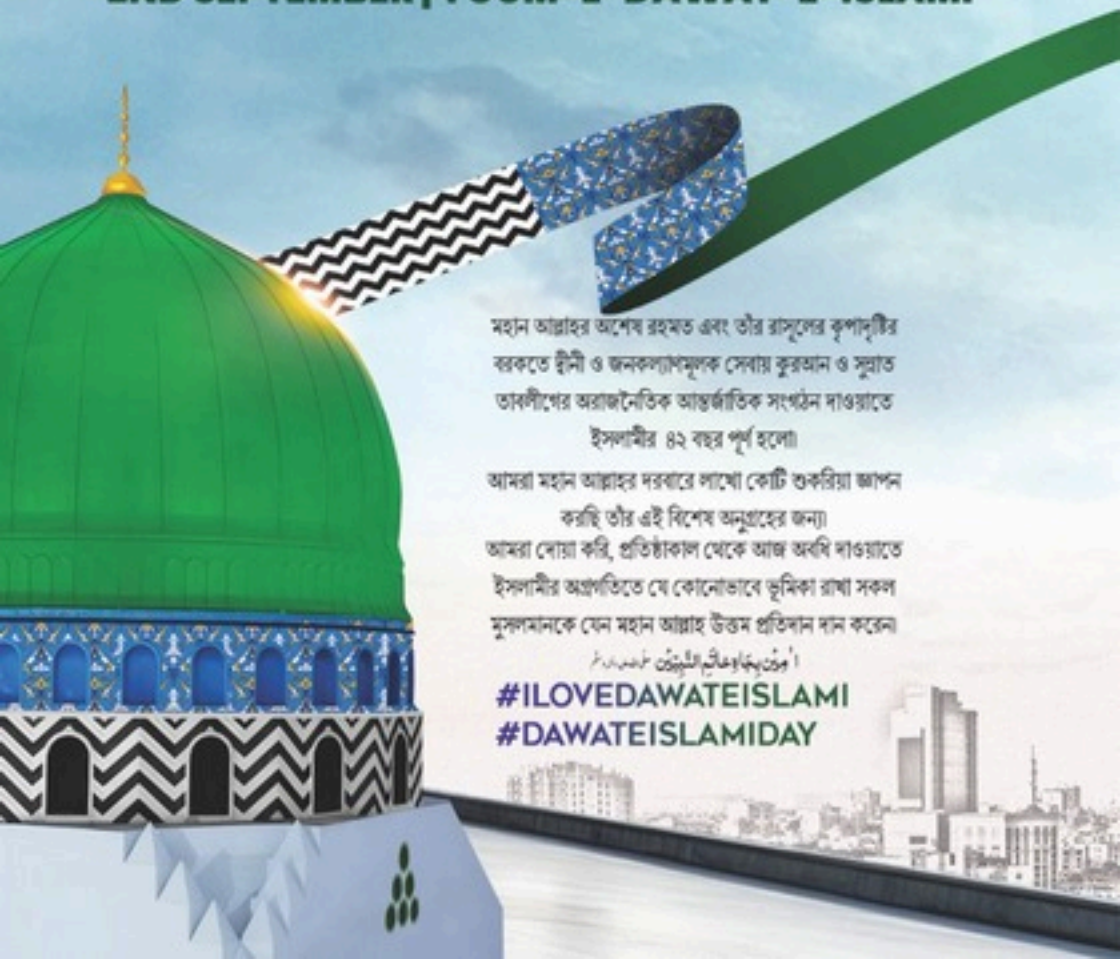

মহান আল্লাহর অশেষ রহমত এবং তাঁর রাসূলের কৃপাদৃষ্টির বরকতে দ্বীনী ও জনকল্যাণমূলক সেবায় কুরআন ও সুন্নাত তাবলীগের অরাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ৪২ বছর পূর্ণ হলো।

আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি তাঁর এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্য।

আমরা দোয়া করি, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি দাওয়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে যে কোনোভাবে ভূমিকা রাখা সকল মুসলমানকে যেন মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করেন।

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صلی اللہ علیہ وسلم

#ILOVEDAWATEISLAMI
#DAWATEISLAMIDAY